

অর্থনীতি

৬ মাসে ইসলামী ব্যাংকের লোকসান ১,৩১৬ কোটি টাকা

প্রতিবেদক: নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



ছবি সংগৃহীত

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সমন্বিতভাবে ১ হাজার ৩১৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা লোকসান করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। গত বছরের একই সময়ে ব্যাংকটির মুনাফা ছিল ৬৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা। ফলে এক বছরের ব্যবধানে ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে।

বুধবার (২৯ জুলাই) প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক শেষে প্রকাশিত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি লোকসান (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ১০ পয়সা। প্রথম প্রান্তিকে ২৮৮ কোটি টাকা লোকসানের পর দ্বিতীয় প্রান্তিকে লোকসান বেড়ে ১ হাজার ২৮ কোটি ২৬ লাখ টাকায় পৌঁছায়।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে একক হিসাবেও ছয় মাসে ব্যাংকটির লোকসান হয়েছে ১ হাজার ৩২৬ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এ সময়ে একক শেয়ারপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ২৪ পয়সা।

ব্যাংকটির বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরই প্রতিষ্ঠানটি মুনাফায় ছিল। এর মধ্যে ২০২৫ সালে ১৩৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, ২০২৪ সালে ১০৮ কোটি ৭৮ লাখ টাকা এবং ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ৬৩৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা মুনাফা করে ব্যাংকটি।

লোকসানের কারণ হিসেবে ইসলামী ব্যাংক জানিয়েছে, আমানতের বিপরীতে মুনাফা পরিশোধের ব্যয় বেড়ে যাওয়া, খেলাপি বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগ আয় কমে যাওয়া এবং অন্যান্য ব্যাংকে রাখা অর্থ থেকে আয় হ্রাস পাওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এস আলম গ্রুপের কাছে বিপুল পরিমাণ ঋণ আটকে থাকায় সেখান থেকে কোনো আয় আসছে না। অথচ আমানতকারীদের নিয়মিত মুনাফা পরিশোধ করতে হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকটির মোট আমানত প্রায় ১ লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকা হলেও এর মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার বিপরীতে নিয়মিত অর্থ আদায় হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (এএমসি) গঠন অথবা বিশেষ ব্যবস্থায় অনাদায়ী ঋণের একটি অংশ ব্যালান্স শিটের বাইরে রাখার সুযোগ দেওয়া হলে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

ব্যাংকটির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলতাফ হোসেন বলেন, একটি বড় শিল্পগোষ্ঠীতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ আটকে থাকায় সেখান থেকে কোনো আয় আসছে না। অন্যদিকে আমানতকারীদের মুনাফা পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। এ কারণেই ব্যাংকটি লোকসানে পড়েছে।

তিনি জানান, গত দুই দিনে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার নতুন আমানত এসেছে। নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠনের ফলে গ্রাহকদের আস্থা আরও বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এ বিভাগের আরও খবর



কিউআর লেনদেনে কাউকে বাড়তি ফি দিতে হবে না
বাংলা কিউআর কোড ব্যবহার করে লেনদেনের জন্য কোনো বাড়তি চার্জ বা ফি দিতে হবে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ক্যাশলেস বাং...



সেপ্টেম্বরে ১৯ দিনে এলো ১৮৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স, রিজার্ভ ৩৬.৩০ বিলিয়ন
দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ বেড়ে ৩৬ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট রিজার্ভ...



শনিবার জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে সাড়ে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস
তিতাসের ২৮ নম্বর কুপ থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে সাড়ে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি
লিমিটেডের (বিজিএফসিএল) তিতাস গু...



বন্ধ শিল্প চালু করতে ২০ হাজার কোটি টাকার ঋিম, ঋণে সুদ ৭%
বন্ধ শিল্প ও সেবা ব্যস্তের প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু করতে ২০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ ঋিম চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
এ ঋিমের আওতায় গ্রাহক প...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/economy/6-mase-islami-bjangker-loksan-1316-koti-taka>